



4635 - বমিন আরোহী কখন ইহরাম বাঁধবে?

প্রশ্ন

আমি এ বছর হজ্জ আদায় করতে চাই। রিয়াদ থেকে জদ্দাতে বমিনযোগে যতে চাই। ঠিক কোনস্থানে আমি ইহরাম বাঁধব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিত অবস্থায় আপনার মীকাত হবে ‘ক্বারনুল মানাযলি’ বর্তমানে এটাকে ‘আস-সাইলুল কাবরি’ বলা হয়। হজ্জপালনচ্ছে ব্যক্তি যিনি মীকাতের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজবি। যদি সে ব্যক্তি তার নিজের মীকাত অতিক্রম না করে তাহলে সে যখন তার মীকাতের সমান্তরালে পৌঁছবে সঠিক স্থলপথে হোক, জলপথে হোক কিংবা আকাশপথে হোক তাহলে সে স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজবি। অতএব, আপনার উপর ওয়াজবি হচ্ছে- বমিন মীকাতের সমান্তরালে পৌঁছলে আপনি সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। বমিন যহেতু মীকাতের উপর দিয়ে খুব দ্রুত উড়ে যাবে তাই সতর্কতামূলক মীকাতের আগে থেকে ইহরাম বাঁধতে বাধা নই।

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তির পথে কোন মীকাত পড়বে না সে ব্যক্তি নিকটতম মীকাতের সমান্তরাল দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে সঠিক স্থলপথে হোক, জলপথে হোক, কিংবা আকাশপথে হোক। বমিনের যাত্রী মীকাত বরাবর এলে ইহরাম বাঁধবেন। সতর্কতামূলক মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধতে পারেন; যাত করে ইহরাম বাঁধার আগে মীকাত পার হয়ে না যায়। যে ব্যক্তি মীকাত পার হয়ে যাওয়ার পর ইহরাম বাঁধবে তাকে একটু দিম দিতে হবে। আল্লাহই ভাল জানেন। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৯৮)]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র এসছে-

জদ্দা হজ্জ কিংবা উমরার মীকাত নয়। তবে, জদ্দার অধিবাসী ও জদ্দাতে প্রবাসীরা জদ্দা থেকে ইহরাম করবেন। তা ছাড়া যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে জদ্দা গিয়েছেন; যাওয়ার সময় হজ্জ বা উমরা পালনরে সুদৃঢ় ইচ্ছা ছিল না, পরবর্তীতে তার ইচ্ছা জগেছে সে ব্যক্তিও জদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির মীকাত জদ্দার আগে সে ব্যক্তি তার মীকাত থেকে কিংবা তার মীকাতের স্থল, জল বা আকাশপথের সমান্তরাল থেকে ইহরাম বাঁধবেন। যমেন- মদনি ও



মদনিার পছিনে বসবাসকারী কথিবা স্থল বা আকাশ পথে একই সমান্তরাল দিয়ে আগমনকারীদরে মীকাত যুলহুলাইফা, যমেন-জুহফাবাসীদরে মীকাত হচ্ছ জুহফা এবং যারা স্থল-জল-আকাশ পথে জুহফার সমান্তরাল দিয়ে অতক্রিম করবনে তাদের মীকাতও জুহফা, যমেন- ইয়ালামলামবাসী, ইয়ালামলাম অতক্রিমকারী ও একই সমান্তরাল দিয়ে গমনকারীদরে মীকাত ইয়ালামলাম।[সমাপ্ত, ফতোয়াবষিয়ক স্থায়ীকমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/১৩০)]

মীকাতরে সমান্তরাল স্থান থেকে ইহরাম বাঁধার দললি হচ্ছ- সহহি বুখারীতে বর্ণতি ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণনা তিনি বলনে: যখন এ দুটি শহর (কুফা ও বসরা) বজিয় হল এর অধবাসীরা উমর (রাঃ) এর কাছে এসে বললনে: হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদবাসীদরে মীকাত নর্ধারণ করছেন ‘ক্বারন’। কনিতু, ‘ক্বারন’ আমাদরে পথে পড়ে না; ক্বারনে যেতে আমাদরে কষ্ট হয়। তখন তিনি বললনে: তোমরা তোমাদরে পথে ক্বারনরে বরাবরে পড়ে এমন কোন স্থান ঠকি কর। এভাবে তিনি তাদের জন্য ‘যাতু ক্বারন’ নামক স্থান মীকাত হিসেবে নর্ধারণ করলনে।

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ (৩/৩৮৯) গ্রন্থে বলনে:

“তোমরা ক্বারনরে বরাবরে পড়ে এমন কোন স্থান ঠকি কর” অর্থাৎ তোমরা যে ভূমি দিয়ে আগমন কর সে রাস্তার উপর মীকাতরে বরাবর কোন স্থান ঠকি করে সেটোক মীকাত হিসেবে নর্ধারণ কর।[সমাপ্ত]

জ্ঞাতব্য, মীকাতরে আগে ইহরাম বাঁধা নবীজরি আদর্শ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে করনেন। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছ- নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ। তবে, কটে যদি বিমিনরে আরোহী হয় এবং তার পক্ষ মীকাতরে সমান্তরাল স্থানে যাত্রা বরিতকিরা সম্ভবপর না হয়; সক্ষেত্রে সে ব্ধক্তি সতর্কতামূলক তার প্রবল ধারণা অনুযায়ী এমন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবনে যাত করে তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মীকাত অতক্রিম করতে পারনে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে যারা হজ্জ করছেন তাদের কটে যুলহুলাইফার আগে ইহরাম বঁধেছেন মর্মে জানা যায় না। যদি মীকাত সুনর্ধিষ্টি না হত তাহলে তারা আগেই ইহরাম বঁধে ফলেতনে। যহেতু আগে থেকে ইহরাম বাঁধলে কষ্ট বেশি, এতে সওয়াবও বেশি।[ফাতহুল বারী (৩/৩৮৭)]

আল্লাহই ভাল জাননে।